ছেড়ে পালনের উপযোগী মুরগি-ফাওমী

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

ছেড়ে পালনের উপযোগী মুরগি-ফাওমী

দুলাল চন্দ্র পাল

সম্পাদনা
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা

ছেড়ে পালনের উপযোগী মুরগি-ফাওমী

বি এল আর আই প্রকাশনা নং ৫৫

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা – ১৩৪১
ফোন ঃ ৯৩৩২৮২৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮ ০২ ৮৩৪৩৫৭

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই ১৯৯৮

আলোকচিত্রে ঃ
দেবব্রত চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
আমিনুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ
বাঁধন এন্টারপ্রাইজ
৪০১/এ, দক্ষিণ গোড়ান
ঢাকা।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামের উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভরশীল। তার উপর পশুসম্পদ পুরোটাই গ্রাম নির্ভর। পোল্ট্রী উৎপাদন গত দশক হতে বাণিজ্যিকভাবে এদেশে প্রসার লাভ করলেও গ্রাম্য পোল্ট্রীর গুরুত্ব অপরিসিম। মোট পোল্ট্রীর ৮৫ ভাগ গ্রাম্য পোল্ট্রী এবং তার শতকরা ৯৫ ভাগ চড়ে খাওয়া অবস্থায় পালিত হচ্ছে। ইহার প্রায় সবটাই দেশী পোল্ট্রী হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন সময়ে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে উন্নত জাতের পোল্ট্রী এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপযোগী করার প্রয়াস অব্যাহত থাকে। সকলদিক থেকে বিবেচনা করে মিশরীয় নেটিভ চিকেন "ফাওমী" বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অন্যান্য যে কোন উন্নত জাতের চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দেশী মুরগির মত "ফাওমী" মুরগি ছেড়ে পালনের উপযুক্ত জাত। আশা করা যায় এই "ফাওমী" পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকবৃন্দ যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা।

ছেড়ে পালনের উপযোগী মুরগি-ফাওমী

ভূমিকা

বাংলাদেশের আবহাওয়া মুরগি পালনের উপযুক্ত বলে স্বীকৃত। বর্তমান দশকে এদেশে পোল্ট্রী শিল্পের অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তারপরও লক্ষ্য করা যায় মোট উৎপাদিত মুরগির মাংসের ৮০ ভাগ আসে গ্রাম্য চড়ে খাওয়া মুরগি থেকে এবং তা থেকে প্রায় ৭৬ ভাগ ডিমও আসে। তাই গ্রাম্য মুরগির আশু উন্নয়ন ছাড়া এদেশের মুরগির উৎপাদন বাড়ানো খুবই দুরুহ। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে সহজে অনুমেয় সেখানে মাথাপিছু ডিম এবং মাংস গ্রহণের পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু বাৎসরিক মাত্র ২০টি ডিম খায় অন্যদিকে মাংস খায় মাত্র ০.৮৩ কেজি। চাহিদার তুলনায় ইহা অতি নগন্য। বাংলাদেশে দেশী মুরগীর বাৎসরিক ডিম উৎপাদন মাত্র ৪০ – ৫০ টি এবং প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৩৫ – ৪০ গ্রাম। যা নিতান্তই অনুৎপাদনশীল হিসেবে পরিচিত। গ্রাম বাংলার মুরগীর ডিম উৎপাদন যদি কোন–ভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহলে দ্রুতগতিতে সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। প্রয়োজনীয় আমিষের কিছুটা হলেও ঘাটতি পুরনে এক কার্য্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা এবং ছেলে মেয়েরা মুরগি পালনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে যা পরিবারিক অন্যান্য কাজের মাঝে মুরগির সামান্য যত্ন নিয়ে অতিরিক্ত কিছু আয় করা যায় এবং পারিবারিক পুষ্টি বহুলাংশে মিটানো যায়। এতে করে পারিবারিক অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কাজের কোন অসুবিধা হয় না বরং ফলপ্রসু শ্রম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

জাত-ফাওমী

উৎপত্তি স্থান ঃ মিশরের ফাউম প্রদেশে প্রথম এই জাতের মুরগি পাওয়া যায় বলে ইহার নামকরণ হয় "ফাওমী"।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এই জাতের মুরগি দেখতে খুবই সুন্দর। মোরগ অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগীর গড় ওজন ১.০০ – ১.৫০ কেজি। মোরগ – মুরগির ঘাড়ের পালক সাদাটে রূপালী এবং মোরগের সিকল পালক লম্বা এবং রূপালী। ইহারা সাধারণত

একক ঝুটি বিশিষ্ট। ইহাদের চামড়া কালচে, নীল এবং ইহাদের পা এর নলা গাঢ় ধূসর। কানের লতি লাল, চোখ গাঢ় বাদামী। চড়ে খাওয়াতে ভীষণ অভ্যস্থ। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হয় না। ছেড়ে পালা অবস্থায় ১৫০ – ১৭০ দিনে প্রথম ডিম পাড়া শুরু করে। প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৩০ – ৪৫ গ্রাম হয়।

মুরগি ছেড়ে পালনের জন্য প্রয়োজন

- রাত্রে রাখার জন্যে বাঁশ বা কাঠের তৈরী একটা ঘর। (৫ × ৩ × ১·৫ আকারের ঘর, ১৫টি মুরগির জন্য)।
- শোয়ার ঘর থেকে কিছুটা দূরে মুরগির ঘর রাখা ভাল।
- বাড়ীর পূর্ব উত্তর কোনে ঘর রাখা কাম্য।
- ঘর ১৫ দিন পর পর পরিস্কার করা উচিৎ। পরিস্কারের পর ছাই ছিটানো প্রয়োজন।
- মুক্ত বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় ঘর করা উচিৎ।
- টিউবওয়েলের পানি দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মুরগির খাবার

গ্রাম বাংলায় ছেড়ে পালা দেশী মুরগিকে তেমন কোন খাবার দেয় না তবে বিদেশী মুরগি থেকে আশানুরূপ ডিম পেতে হলে সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে "ফাওমী" পালনে দেশী মুরগির মত নাম মাত্র খাবার সরবরাহ করলেই চলবে। একটি খাবারের নমূনা নিম্নে দেয়া হলো যার ১/২ মুঠো সকাল বিকাল দিলে মুরগির ডিম উৎপাদন রোগ প্রতিরোধ সব দিক থেকে সুফল পাওয়া যাবে।

উপাদান	১০ কেজির অংশ
গম	২·৬০
ভুট্টা	২৩·৭০
কুড়া	২·২০
মাছ	১·২
খৈল	১·০
ঝিনুক	০·৫
লবন	০·১০
ভিটামিন	·০৩

স্বাস্থ্যবিধি

- কখনও বাজার থেকে কেনা মুরগি সরাসরি নিজের মুরগির সঙ্গে মিশানো যাবে না।
- কমপক্ষে ১৫ দিন পর পর ঘর পরিস্কার করতে হবে এবং মাসে একবার ব্লিচিং পাউডার ঘরে ছিটাতে হবে যদি সম্ভব না হয় তা হলে ছাই প্রতিবার পরিস্কারের সময় ছিটাতে হবে।
- বিভিন্ন বয়সের মুরগি একসঙ্গে রাখা যাবে না।
- কখনও মুরগি অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে রাখতে হবে এবং পোল্ট্রী বিশেষজ্ঞ ও পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- মুরগিকে সুস্থ্য রাখার জন্যে নিয়মিত বিভিন্ন টিকা বিশেষত রানীক্ষেত, ফাউল কলেরা, মুরগির বসন্ত প্রভৃতি দিতে হবে।
- মুরগির খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র প্রতিদিন সকাল বিকাল পরিস্কার করতে হবে।

আয়-ব্যয়

- ১৫টি মুরগির বাঁশের কিংবা কাঠের ঘর উপরে হালকা টিন সর্বোপরি কমদামী ঘর করতে আনুমানিক ৫০০·০০ (পাঁচশত) টাকা ব্যবহার করে কমপক্ষে ৩ বৎসর ব্যবহার করা যাবে।
- সরকারী ফার্ম থেকে তিন মাসের উপর বয়সের প্রতিটি মুরগির দাম ৭০·০০ (সত্তর) টাকা।
- যেহেতু ছেড়ে পালা পদ্ধতিতে ফাওমী ভাল, ফলে প্রতিদিন নাম মাত্র খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে। আনুমানিক প্রতিটার জন্যে ১৫ – ২০ গ্রাম সুষম খাবার দেয়া ভাল।
- ফাওমী জাতের মুরগি ছেড়ে পালা অবস্থায় বৎসরে ১০০ – ১৩০ টি ডিম দেয়।

ব্যয়	বাৎসরিক
ঘর বাবদ – ৫০০·০০ (৩ বৎসর ব্যবহারযোগ্য)	১৭০·০০ টাকা
১৫টি মুরগি ক্রয় @ ৭০·০০	১০৫০·০০ টাকা
খাবার, টিকা, ঔষধ ও অন্যান্য বাবদ	১০০০·০০ টাকা

সর্বমোট = ২২২০·০০ টাকা

আনুমানিক = ২৩০০·০০ টাকা

আয়	বাৎসরিক
প্রতিটা মুরগির বৎসরে গড়ে ১২০টা ডিম (১২০×১৫×২·৫০)	৪৫০০·০০ টাকা
ডিম পাড়া শেষে প্রতিটার বিক্রয় মূল্য ৭০·০০ × ১৫	১০৫০·০০ টাকা

সর্বমোট = ৫৫৫০·০০ টাকা

মোট লাভ বৎসরে (৫৫৫০·০০ – ২৩০০·০০) = ৩২৫০·০০ টাকা

বিঃ দ্রঃ খাবারের মূল্য নামে মাত্র ধরা হয়েছে তারপর এই মূল্য এক সময় লাগছেনা, অতএব ডিম পাড়া শুরু করলে ডিম বিক্রি করে এই লাভ করা সম্ভব।

ফাওমী পালনের সুবিধা

- দেশী মুরগির মত চড়ে খেতে অভ্যস্থ এবং চালাক।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।
- ডিম পাড়া শেষে "তায়" বসে না।
- দেশী মুরগির চেয়ে ২ – ২$\frac{১}{২}$ গুণ বেশী ডিম দেয়।
- দেশের সামগ্রীক ডিম উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব।
- পারিবারিক পুষ্টি মিটানো সম্ভব।
- পারিবারিক শ্রমের সফল প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ফাওমী মুরগির চেহার আকর্ষণীয়।
- ফুটানোর ডিম অধিক দামে বিক্রয় করা যায়।
- মুরগির বিষ্ঠা সব্জীর বাগানে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত শাক–সব্জী উৎপাদন, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমানো।
- মুরগির বিষ্ঠা উৎকৃষ্টমানের জৈব সার।